১. চার্বাক দেহাত্মবাদ সম্পর্কে আলোচনা করো।

ভারতীয় দর্শনে আত্মাতত্ত্বের আলোচনায় চার্বাক দর্শন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় যখন আত্মাকে দেহাতীত এক নিত্য, শাশ্বত ও অবিনশ্বর চৈতন্যময় সত্তা হিসেবে ঘোষণা করেছে, তখন প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকগণ এই চিরাচরিত মতবাদ খণ্ডন করে তাঁদের নিজস্ব জড়বাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনে 'দেহাত্মবাদ' বা 'ভূতচৈতন্যবাদ' নামে পরিচিত।

চার্বাক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য হলো— "চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ এব আত্মা", অর্থাৎ চেতনাযুক্ত দেহই হলো আত্মা। চার্বাকদের মতে, প্রত্যক্ষই হলো একমাত্র যথার্থ জ্ঞানের উৎস বা মাধ্যম। চার্বাক মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষের সাহায্যে দেহভিন্ন কোনো নিত্য বা অশরীরী আত্মার সন্ধান মেলে না, তাই সেইরূপ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা অর্থহীন। ভারতীয় আস্তিক দর্শনে দেহকে জড় এবং আত্মাকে দেহের চালিকাশক্তি বলা হলেও চার্বাকগণ দেহ ও আত্মার এই দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, দেহের জন্মেই আত্মার জন্ম এবং দেহের বিনাশে আত্মার চূড়ান্ত বিনাশ ঘটে; মৃত্যুর পর দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে গমন করার মতো কোনো পৃথক আত্মার অস্তিত্ব নেই।

দেহাত্মবাদের ভিত্তি হিসেবে চার্বাকগণ জড় উপাদান বা ভূতের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। চার্বাক মতে সমগ্র জগৎ চারটি জড় ভূত পদার্থের দ্বারা নির্মিত। যথা- ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (আগুন) ও মরুৎ (বায়ু)। এই চারটি উপাদানের কোনোটির মধ্যে পৃথকভাবে কোনো চেতনা থাকে না। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে যখন এই ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে মানবদেহ গঠিত হয়, তখন তাদের পারস্পরিক জৈবিক ও রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে দেহে একটি বিশেষ গুণ হিসেবে 'চেতনা' বা চৈতন্যের উদ্ভব ঘটে। যেমন—পান, চুন, খয়ের ও সুপারি আলাদাভাবে লাল নয়, কিন্তু একসঙ্গে চর্বণ করলে লাল রঙের সৃষ্টি হয়; কিংবা চাল ও গুড়ের গাজন প্রক্রিয়ায় নতুন করে মাদকতার জন্ম হয়, ঠিক তেমনই জড় উপাদানের সমন্বয়ে জীবদেহে চেতনার সৃষ্টি হয়। যখন এই ভৌতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তখন চেতনার বিলুপ্তি ঘটে এবং দেহের মৃত্যু হয়।

নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ চার্বাকদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বলেন, মানুষ যদি শুধুই দেহ হয়, তবে আমরা কেন বলি "আমার শরীর অসুস্থ"? এই কথার উত্তরে চার্বাকরা বলেন, এটি ভাষার অসঙ্গতি ও ভ্রান্ত সংস্কারমাত্র। রাহুর যেমন মস্তক ছাড়া পৃথক দেহ নেই অথচ অলঙ্কারিকভাবে "রাহুর মস্তক" বলা হয়, তেমনই "আমার শরীর" বলা শুধুমাত্র একটি প্রচলিত বাচনভঙ্গি; মূলত এর প্রকৃত অর্থ "আমি অসুস্থ"। আবার একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে চারিত্রিক ও মানসিক বৈচিত্র্যের কারণ হিসেবে চার্বাকরা জানান, পিতামাতার মিলনের সময় ভৌতিক উপাদানের সংমিশ্রণের তারতম্যের জন্যই স্বভাবের পার্থক্য ঘটে; এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বা পূর্বজন্মের কর্মফল কল্পনা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

পরিশেষে বলা যায়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চার্বাক দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা থাকলেও, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে মন ও চেতনাকে সম্পূর্ণ জৈবিক ও জড় উপাদাননির্ভর হিসেবে ব্যাখ্যা করার এই প্রয়াস আধুনিক শারীরবিদ্যা ও বিজ্ঞানের বহুলাংশে সমার্থক। চিরাচরিত অন্ধবিশ্বাস ও অলৌকিক ধারণার বাইরে এসে দেহ ও চেতনার যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাই চার্বাক দেহাত্মবাদকে ভারতীয় দর্শনে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে।